যুগান্তর

তারিখ ... 23 JUL 2015 ......
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ .....

সিন্ডিকেট থেকে মুক্তি চায় ছাত্রলীগ

যুগান্তর রিপোর্ট

আসন্ন সম্মেলনে সিন্ডিকেট থেকে মুক্তি চায় ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ। সংগঠনের সাবেক-বর্তমান অধিকাংশ নেতাই আশা করেন, ছাত্রলীগের আগামী নেতৃত্ব সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নয়, আসবে সুষ্ঠু প্রক্রিয়ায়, মেধা-যোগ্যতা, ত্যাগ, পরিশ্রম আর ভালো ইমেজ দিয়ে। ছাত্রলীগের আসন্ন সম্মেলন ২৫ ও ২৬ জুলাই।

ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের অভিযোগ, সিন্ডিকেটের কবলে পড়েই সংগঠনটির সর্বনাশ হয়েছে। দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা এ সংগঠনটি এখন নিজেদের কোন্দলেই জর্জরিত। সংগঠনটির নেতারা ছাত্রদের কল্যাণ বাদ দিয়ে নিজেদের এবং সিন্ডিকেটের স্বার্থে কাজ করেছে। তারা জড়িয়ে পড়েছে টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি আর খুনোখুনিতে। দুষ্টচক্রের এ সিন্ডিকেট চায়নি বলেই গত এক দশকে ত্যাগী, সাংগঠনিক ও যোগ্য নেতারা ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতৃত্বে আসতে পারেননি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক এক নেতা যুগান্তরকে বলেন, মহান ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধসহ জাতি গঠনের প্রতিটি সোপানে ছাত্রলীগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। আর সেই ছাত্রলীগ এখন ঠুঁটো জগন্নাথ। নিজেদের কোন্দলে বারবার সংবাদ শিরোনাম হচ্ছে। ছাত্রদের জন্য আর ছাত্রলীগের রাজনীতি হচ্ছে না।

তিনি বলেন, মূলত সিন্ডিকেটই এ অবস্থার জন্য দায়ী। কেননা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ছাত্রলীগকে গতিশীল এবং নিয়মিত ছাত্রদের নেতৃত্বে আনার সিদ্ধান্তকে অপব্যাখ্যা করে এ সিন্ডিকেট পকেট লোকদের দু'দফা নেতা বানিয়েছে। সিন্ডিকেট যোগ্য, মেধাবী, সাংগঠনিক, ত্যাগীদের বাদ দিয়ে অযোগ্যদের নেতৃত্বে এনেছে যাতে ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতেই থাকে। এবারও তারা সেই চেষ্টাই করছে। কিন্তু এর অবসান হওয়া উচিত।

২৫ ও ২৬ জুলাই সম্মেলন

ছাত্রলীগের এ দুষ্ট সিন্ডিকেটের আবির্ভাব হয় ২০০৬-সালে লিয়াকত শিকদার-নজরুল ইসলাম বাবু কমিটির বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তখন বিরোধীদলীয় নেতা এবং ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রী।

ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ছাত্রদের আনার লক্ষ্যে তিনি সে সময় যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেন যে, ২৭ বছরের বেশি বয়সী কেউ ছাত্রলীগ করতে পারবে না। এর ফলে ওই সম্মেলনে নেতৃত্বপ্রত্যাশী মারুফা আক্তার পপি, রুবন, সালাউদ্দিন মাহমুদ, সাইফুজ্জামান শেখর, আনিসুর রহমান, রফিকুল ইসলাম কোতয়াল, জাকির হোসেন মারুফ কেউই প্রার্থী হতে পারেননি।

আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক পদের ক্ষেত্রে মাজহারুল ইসলাম মানিক, মোকতারুল ইসলাম মিন্টন, রাসেল গাফফারী, শাহাদাত হোসেন সুজনের মতো জনপ্রিয়, ত্যাগী ও সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী নেতারা বয়সের কারণে বাদ পড়ে যান। যদিও ওই সময়ে সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনার দেয়া সিদ্ধান্ত ছিল নেতৃত্বপ্রত্যাশীদের বয়স হবে ২৭ কিন্তু সম্মেলনের দিন ঘোষণা দেয়া হয় তা হবে ২৯। মূলত সিন্ডিকেটের পছন্দের লোকজনদের নেতা বানানোর জন্যই মৌখিকভাবে বয়সসীমা ২৯ করা হয়।

সে সময় শেখ হাসিনার ইতিবাচক সিদ্ধান্তটির সুযোগ নেয় সিন্ডিকেটের মূল হোতা লিয়াকত শিকদার অ্যান্ড গং। ২০০৬ সালের ৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত সম্মেলনে তাদের মনোনীত প্যানেল ছিল সভাপতি পদে গোলাম সরোয়ার কবির এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন। কিন্তু কবীরের এসএসসির সার্টিফিকেট জাল প্রমাণিত হওয়ায় কবীরের জায়গায় আসেন মাহমুদ হাসান রিপন। একটি দৃশ্যমান নির্বাচন হলেও প্রহসনের শুরু এখানেই। কারণ সদ্য সাবেক সভাপতি হিসেবে লিয়াকত শিকদার তার সবটুকু প্রভাব খাটিয়ে এ দু'জনকে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার প্রার্থী হিসেবে চালিয়ে দেন। কাউন্সিলদের কাছে এ দু'জনকে শেখ হাসিনার প্রার্থী দাবি করে তাদের ভোট দিতে বলে লিয়াকত সিন্ডিকেট। রিপন-রোটনই সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

আর এর মাধ্যমে শেখ হাসিনার যুগান্তকারী সিদ্ধান্তকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে ওই সিন্ডিকেট। কেননা ২০০৬ সালের সম্মেলনে প্রার্থিতা থেকেই বাদ পড়েন সে সময়ের তুমুল জনপ্রিয় ও যোগ্য নেতারা। এবারও তাদের মূল অস্ত্র ভোট। সিন্ডিকেট চাচ্ছে তথাকথিত নির্বাচনের মাধ্যমে আসন্ন সম্মেলনে তাদের লোকদের নেতা বানাতে।

২০১১ সালে সম্মেলনেও এ সিন্ডিকেটের প্রার্থীরাই সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। যদিও তাদের সমর্থিত প্যানেল সোহাগ-নাজমুলকে চ্যালেঞ্জ করে মনোয়ারুল ইসলাম মাসুদ-শামসুল কবীর রাহাত প্যানেল। কিন্তু প্রহসনের নির্বাচনে হেরে যান মাসুদ-রাহাত। বয়সের সীমাবদ্ধতার কারণেই ওই সময়ে প্রার্থী হতে পারেননি যোগ্য ও জনপ্রিয় ছাত্রনেতা সোহেল রানা টিপু, সাজ্জাদ সাকিব বাদশা, নাসিম আল মমিন রুপক প্রমুখ।

এবার ২৫ ও ২৬ জুলাই আসন্ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। তৎপর হয়ে উঠেছে সিন্ডিকেট। ইতিমধ্যে সিন্ডিকেটের একাংশ ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আজিজুর রহমান রানা ও সাইফুর রহমান সোহাগকে সভাপতি প্রার্থী করেছে। আর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মাত্র দুই বছর রাজনীতি করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের নেতা জাকির হোসেন জাকিরের নাম বিবেচনা করছে সিন্ডিকেট। কিন্তু রানাকে নিয়ে রয়েছে বিস্তর অভিযোগ। তিনি চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিসহ অনেক অপকর্মের সঙ্গেই জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে।

এছাড়া উত্তরের সভাপতি হওয়ার আগে রানা উত্তরের সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাসভীরুল হক অনুর মোটরসাইকেলের ড্রাইভার ছিলেন। আর সোহাগ জাকিরকে নিয়েও নানা অভিযোগ রয়েছে।

এ সিন্ডিকেটের নেতৃত্বে লিয়াকত শিকদার দৃশ্যমান থাকলেও ছাত্রলীগের অনেক সাবেক নেতাই এর সঙ্গে জড়িত। লিয়াকতের সমসাময়িকদের মধ্যে খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, কামরুল হাসান খোকন, জহির উদ্দিন মাহমুদ লিপটন, রফিকুল ইসলাম কোতয়াল, শাহজাদা মহিউদ্দিন, অসিতবরণ বিশ্বাস প্রমুখ রয়েছেন তার সঙ্গে।

তাদের সমসাময়িক প্রধানমন্ত্রীর অফিসের একজন কর্মকর্তাও রয়েছেন এ সিন্ডিকেটে। জুনিয়রদের মধ্যে হেমায়েত হোসেন হিমু, গোলাম সরোয়ার কবীর, মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন, তাসভীরুল হক অনু এবং ছাত্রলীগের বর্তমান সভাপতি বদিউজ্জামান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম এ সিন্ডিকেটের হয়ে কাজ করছেন। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা টিপু এবং সাজ্জাদ সাকিব বাদশাও এ সিন্ডিকেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন নেতাও এ সিন্ডিকেটকে সমর্থন জোগান।